RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - M.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - 4.1; Group - A.
Teacher - Sri Partha Pratim Bhowmik.

Gharanas of Hindustani Music

1. Seni Gharana

সেনী ঘরানার সূত্রপাত মহামান্য সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের বংশপরম্পরার থেকে। তানসেনের জন্ম আনুমানিক ১৫১০-১৫২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁর চার পুত্র - তরঙ্গসেন, সুরৎসেন, শরৎসেন ও বিলাস খাঁ। তানসেনের কোন কন্যার কথা আকবরের সভাসদ আবুল ফজল জানান নি। এমন কী, 'রাগ-দর্পণ' গ্রন্থকার ফকিরুল্লাহ-ও তানসেনের কন্যা বিষয়ে কোন তথ্য দেন নি। ঔরঙ্গজেবের সমকালে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে তানসেন কন্যা সরস্বতীর নাম জানা যায়। মিশ্রী সিং, সমোখন সিং এবং নৌবৎ খাঁ - তানসেনের জামাতার এই নামগুলি কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত। এগুলি প্রমাণিত সত্য নয়। তবে মিশ্রী সিং নামক একজন ধ্রুপদ গায়ক তানসেন-পুত্র বিলাস খাঁ -র ছাত্র ছিলেন। সে ক্ষেত্রে মিশ্রী সিং-এর পুত্র-পৌত্রাদি এবং শিষ্য-প্রশিষ্যদের মাধ্যমে এই ঘরানার সম্প্রসারণকে মান্যতা দিতেই হবে।

তানসেনের পুত্রদের মধ্যে বিলাস খাঁ-এর বংশপরম্পরা ক্রমেই সেনী ঘরানা বিস্তার লাভ করেছিল। বিলাস খাঁ-এর দৌহিত্রী-পুত্র সুধর খাঁ ও রাজরস খাঁকে এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এঁরা দুজনেই মহামান্য বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক। ঔরঙ্গজেবের আদেশে দরবারী সঙ্গীত চক্র নিষিদ্ধ হয়েছিল। সঙ্গীতচর্চাকারী শিল্পীরা সকলেই সরকারী মাসোহারা-র সুবিধা গ্রহণ করে নিজেদের বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চা শুরু করলেন। এ ভাবেই ঘরানার উৎপত্তি।

প্রাথমিক ভাবে, যিনি সেনী ঘরানার সুনাম বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিলেন তিনি হলেন উস্তাদ মসিদ খাঁ। ইনি রাজরস খাঁ-এর পুত্র। ইনি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের

বাদনশৈলীর ইতিহাসে ধ্রুপদী চালে বিলম্বিত লয়ে মসিদ্‌খানি গৎ-এর প্রবর্তন করেন। সুধর খাঁ-এর পৌত্র গুলাব খাঁ উত্তম ধ্রুপদীয়া ছিলেন। এনার তিন পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চরজু খাঁ। ইনি ছিলেন রবাবী। অন্য দুই পুত্র ধ্রুপদ গাইতেন। চরজু খাঁ-এর তিন পুত্র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বসৎ খাঁ - ত্রিরত্ন নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের সঙ্গীত শিক্ষা পিতা চরজু খাঁ-এর কাছেই হয়েছিল। কর্মজীবনে এঁরা তিনজনেই লক্ষনৌ-দরবারে সঙ্গীত-শিল্পীরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

জফর খাঁ ও প্যার খাঁ - দুজনেই ধ্রুপদ গাইতেন। ব্রিটিশ শাসনে লক্ষনৌ-দরবার ভেঙ্গে যাওয়ার পর বসৎ খাঁ , নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের কলকাতার মেটিয়াবুরুজের দরবারে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময়ে পাথুরিয়াঘাটার জমিদার হরকুমার ঠাকুর বসৎ খাঁ-এর শিষ্যত্ব গ্রহন করেছিলেন।

চরজু খাঁ-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জীবন খাঁ-এর তৃতীয় পুত্র বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আমন্ত্রনে এবং গদাধর চক্রবর্তী নামক একজন উৎসাহী সঙ্গীত শিক্ষার্থীকে ঘরানাভিত্তিক সঙ্গীত শিক্ষাদান করেছিলেন। গদাধর চক্রবর্তীর শিষ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের দ্বারাই বিষ্ণুপুর ঘরানার সূত্রপাত ঘটেছিল।

বিলাস খাঁ-এর শিষ্য মিশ্রী সিং-এর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ হলেন নিয়ামৎ খাঁ, যিনি সুলতান মহম্মদ শাহের দরবারে খেয়াল গায়ক রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নিয়ামৎ খাঁকে মহামান্য বাদশাহ ‘সদারঙ্গ’ উপাধি প্রদান করেছিলেন। সদারঙ্গের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে নতুন একটি ঘরানার উদ্ভব হয়েছিল, সেটি হোল রঙ্গিলা ঘরানা।

এভাবেই সেনী ঘরানার থেকে দুটি নতুন ঘরানার উদ্ভব হয়েছিল। মসিদ খাঁ-এর শিষ্য গুলাম রেজা খাঁ সৃষ্টি করেছিলেন মধ্যলয়ে রেজাখানি বাদনশৈলী। এছাড়াও সেনী ঘরানার ওস্তাদদের পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এবং শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে আরো বহু সঙ্গীত শিল্পী প্রকাশ্যে আসেন এবং এই ঘরানার সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - ইনাএৎ হুসেন খাঁ, শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামসেবক মিশ্র, পান্নালাল বাজপেয়ী, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, আলী বখ্‌শ খাঁ, কানহাইয়ালাল ঢেঁড়ী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ঠাকুর নবাব আলি খাঁ, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ওয়াজির খাঁ, বুনিয়াদ হোসেন খাঁ, বিশ্বনাথ রাও ধামারী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, আলাউদ্দীন খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ প্রমুখ।

সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য :-

এই ঘরানায় ধ্রুপদ, খেয়াল, সুরশৃঙ্গার, বীণা, রবাব, এস্রাজ প্রভৃতি বহু প্রকার

সঙ্গীতধারা প্রচলিত। তবে এই ঘরানার মূলসুর যেহেতু মহামান্য সঙ্গীতগুণী তানসেনের থেকে পাওয়া, তাই উপরোক্ত সবকটি বিভাগেই ধ্রুপদী চালের প্রয়োগ ঘটে।

তানসেন যে ধরণের ধ্রুপদ গাইতেন, তা ছিল গোবরহার চালের গান। সেই গান ছিল শান্ত ও ধীর প্রকৃতির। মীড় ছিল সে গানের প্রধান অলঙ্কার। সুরগুলিকে প্রলম্বিত করে প্রয়োগ হোত। গানে কোন চঞ্চলতা প্রশ্রয় পেতো না। লয়কারীর প্রয়োগ হোত না। অর্থাৎ শুধুমাত্র গানটুকুই, তার যথার্থরূপ ধারণ করে অবির্ভূত হোত। জনপ্রীয়তার কোন উপকরণ তানসেনের গানে ছিল না।

ওস্তাদ সদারঙ্গ প্রথম জীবনে বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবারে ধ্রুপদগানের সঙ্গতকার রূপে বীণা বাজাতেন। ফলে তাঁর প্রবর্তিত খেয়াল গানের মধ্যেও ধ্রুপদিচালটুকু ছিল।

শুধু খেয়াল বা ধ্রুপদগানে নয়, সেনীঘরানার অন্তর্গত অন্যান্য বাদনশৈলীতেও মধ্যলয় বা মধ্যবিলম্বিত লয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। সূক্ষ্ম অলঙ্কারের প্রয়োগ এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য নয়। সুরের প্রলম্বিত প্রয়োগ, মীড় প্রধান গায়কী, গমকদার স্বরসঞ্চালন এই ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খোলা আওয়াজ ও ওজঃপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠস্বর এই ঘরানার গানকে জনপ্রীয় হতে সাহায্য করেছে।

বাদ্যযন্ত্ররূপে বীণা ও সুরশৃঙ্গার - দুটোই এই গম্ভীর চালের বাদনশৈলীর প্রতিনিধি স্বরূপ। এই ঘরানার শিল্পীরা ধ্রুপদ গায়নের পাশাপাশি বীণা ও সুরশৃঙ্গার বাদনের চর্চা সমান্তরাল ভাবেই সম্পাদিত করেছেন।

**To be continued in the next set.